মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ২৩০০

পর্ব-১০: আল্লাহ তা‘আলার নামসমূহ (كتاب اسماء الله تعالٰى)

পরিচ্ছেদঃ ১. প্রথম অনুচ্ছেদ - তাসবীহ (সুবহা-নাল্ল-হ), তাহমীদ (আল হাম্‌দুলিল্লা-হ), তাহলীল (লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ) ও তাকবীর (আল্ল-হু আকবার)- বলার সাওয়াব

بَابُ ثَوَابُ التَّسْبِيْحِ وَالتَّحْمِيْدِ وَالتَّهْلِيْلِ وَالتَّكْبِيْرِ

আরবী

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَا اصْطَفَى اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ . رَوَاهُ مُسلم

বাংলা

২৩০০-[৭] আবূ যার গিফারী(রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন্ কালাম (বাক্য) সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ? এ কথা শুনে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, যে কালাম আল্লাহ তা’আলা তাঁর মালায়িকাহ’র (ফেরেশতাগণের) জন্য পছন্দ করেছেন তা হলো, ’সুবহা-নাল্ল-হি ওয়াবিহামদিহী’। (মুসলিম)[1]

ফুটনোট

[1] সহীহ : মুসলিম ২৭৩১, তিরমিযী ৩৫৯৩, সহীহ আত্ তারগীব ১৫৩৮।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: (لِمَلَائِكَتِه) তিনি তার মালায়িকাহর (ফেরেশতাদের) জন্য যে জিকির নির্বাচন করেছেন এবং যার উপর অটল থাকতে তাদেরকে আদেশ করেছেন তা অধিক মর্যাদাযুক্ত হওয়ার কারণে। এ হাদীসে এমন কিছু নেই যা সীমাবদ্ধতার উপর প্রমাণ বহন করে। সুতরাং যা বলা হয়ে থাকে যে, হাদীস থেকে জানা যাচ্ছে নিশ্চয়ই ফেরেশতারা শুধুমাত্র এ বাণী দ্বারা কথা বলে থাকে তা বিদূরীত হল। যেহেতু মালায়িকাহ্ (ফেরেশতা) থেকে আরও অনেক জিকির তাসবীহ, দু‘আ প্রমাণিত রয়েছে।

(سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِه) ইমাম ত্বীবী বলেন, এতে মালায়িকাহ্ (ফেরেশতা) সম্পর্কে বর্ণনা প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর

বাণীঃ ‘‘আর আমরা আপনার প্রশংসা সহকারে আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করি ও সাব্যস্ত করি।’’

(সূরা আল বাকারাহ্ ২ : ৩০)

এ উক্তির দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। আর (سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِه) বিগত হওয়া চারটি বাক্য (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) এর সংক্ষিপ্ত রূপ হতে পারে, কেননা (سُبْحَانَ اللّٰهِ) আল্লাহর মর্যাদার সাথে উপযুক্ত না এমন বিষয় থেকে আল্লাহর সত্তাকে পবিত্র সাব্যস্ত করা, সকল অপূর্ণাঙ্গতা থেকে তার গুণাবলীকে পবিত্র সাব্যস্ত করা নিশ্চিত করে। সুতরাং এর মাঝে (لا إله إلا الله) এর অর্থ প্রবেশ করবে এবং তার (بحمده) উক্তি (الحمد لله) এর অর্থের ক্ষেত্রে স্পষ্ট। যা (الله أكبر) এর অর্থকে আবশ্যক করে নিচ্ছে, কেননা প্রত্যেক মর্যাদা এবং মর্যাদাসমূহ যখন আল্লাহর জন্য ও আল্লাহর তরফ থেকে হবে এবং এ থেকে কোন কিছু তিনি ছাড়া অন্য কারো থেকে হবে না তখন তার অপেক্ষা বড়ও কেউ হতে পারে না। যদি তুমি বল এর মাধ্যমে তো তাসবীহ তাহলীল অপেক্ষা উত্তম হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ছে? উত্তরে আমি বলব, এটা আবশ্যক হয়ে পড়ছে না। কেননা তাহলীল তাওহীদের ক্ষেত্রে স্পষ্ট পক্ষান্তরে তাসবীহ তাহলীলকে অন্তর্ভুক্তকারী।

হাদীসটিকে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন। মুসলিমের অপর এক বর্ণনাতে আছে আবূ যার (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমি কি তোমাকে আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় বাক্য সম্পর্কে সংবাদ দিব না? আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় বাক্য সম্পর্কে সংবাদ দিন তখন তিনি বললেন, আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় বাক্য হল (سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِه)।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=56860

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন